বাড়ির আঙিনায় পাঠদান মসজিদে পরীক্ষা

পত্নীতলাতলা প্রতিনিধি

৩ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২ নভেম্বর ২০১৯ ২৩:৩০

নাগরপুর উপজেলার মোকনা ইউনিয়নের গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে একটি বাড়ির আঙিনায়। আর গত ২৮ অক্টোবর সম্পন্ন হওয়া ওই বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত মডেল টেস্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে দক্ষিণ বেটুয়াজানী জামে মসজিদে। বন্যায় বিদ্যালয় ভবন দুবার ধলেশ্বরীতে বিলীন হওয়ায় এভাবেই চলছে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম।

বিদ্যালয়টি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে প্রথম ধলেশ্বরী নদীতে বিলীন হয় এ বিদ্যালয়। স্থানান্তরের পর আবার বিলীন হয় ২০১৭ সালের বন্যায়। এর পর থেকেই একটি বাড়ির আঙিনায় চলছে পাঠদান। বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান করান চার শিক্ষক। এ ছাড়া তিনটি শ্রেণির পাঠদান একই স্থানে চালানোর কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কেউই ভালোভাবে কারও কথা শুনতে পারে না। একটু বৃষ্টি হলেই শিক্ষার্থীদের ছুটি দিতে বাধ্য হন শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ের এই দুরবস্থা জানার পর কর্তৃপক্ষ ৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। স্থানীয়রা ২৫ শতাংশ জমি স্কুলের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ওই টাকা ব্যয়ে মাটি ভরাট করা হলেও এখন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়নি।

advertisement

বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাদিয়া আক্তার বলল, ‘আমি ভালো স্কুলে ভর্তি হব, এই স্কুলে খোলা আকাশের নিচে পড়তে ভালো লাগে না। ভালো স্কুলে ভর্তি হলে দূরে যেতে হবে, এ স্কুলটি বাড়ির কাছে, তাই এ স্কুলে পড়ছি।’

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আজম আলী জানান, বৃষ্টির কারণে দক্ষিণ বেটুয়াজানী জামে মসজিদে চূড়ান্ত মড়েল টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের আগেই এ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ না করা হলে ছাত্রছাত্রী নিয়ে সংকটে পড়তে হবে।

নাগরপুর উপজেলা নির্বা